বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয় সুরক্ষাঃ

কাজ, পরিবার এবং সামাজিক নিরাপত্তা

Contents

2 কাজ এবং পারিবারিক সহায়তার সীমাঃ

3 নিম্ন পেনশন অন্তর্ভুক্তি এবং পর্যাপ্ততা

4 একজন নাগরিকের পেনশনের প্রয়োজনীয়তাঃ

সারাংশঃ

- বহু বাংলাদেশী তাদের প্রবীণ বয়সেও কাজে নিয়োজিত থাকেন কিন্তু শারীরিক অক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা ক্রমাগত জীবিকা উপার্জন করাকে তাদের জন্য কঠিনতর করে তোলে
- প্রবীণ নারীরা পুরুষদের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে বহুলাংশে কম আয় করে থাকেন এবং এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই বিধবা
- যদিও ঐতিহ্যগতভাবে শক্ত পারিবারিক বন্ধন এখনও বিদ্যমান, অতিচমাত্রার দারিদ্র এবং দারিদ্র্যের ঝুঁকিপূর্ণতা সন্তানদের তাদের পিতামাতাকে অবলম্বন প্রদানের সক্ষমতা হ্রাস করে দেয়
- ষাটোর্ধ প্রবীণদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কোন ধরনের পেনসন বা ভাতা লাভ করেন।
- বয়স্ক ভাতার লক্ষ্যায়নে বহু ত্রুটি আছে, এবং এই ভাতায় প্রদেয় সুবিধা এই অঞ্চল তথা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন
- পর্যাপ্ত সুবিধাসহ নাগরিকদের একটি যথাযথ পেনসন ব্যবস্থা বর্তমানের জন্য সাশ্রয়ী হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য টেকসই হবে

Disclaimer: Funding for this work was provided by the United Nations Population Fund (UNFPA). The findings, interpretations and conclusions presented in this document are those of HelpAge International, not necessarily those of UNFPA or the external reviewers.

প্রবীণ বয়সের সঙ্গে একজন মানুষের আয়-সুরক্ষা কিভাবে পরিবর্তিত হয়? এই বিবরণী প্রবীণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি আয়ের উৎস হলো- আয় বর্ধনমুলোক কাজ, পরিবার এবং সামাজিক সুরক্ষা – পর্যালোচনার মাধ্যমে উপর্যুক্ত প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করেছে। বাংলাদেশ, নেপাল, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম এর উপর হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউএনএফপিএর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনাটি করা হয়েছে।

আয় বর্ধনমুলোক কাজ এবং পারিবারিক সহায়তার সীমাঃ

যদিও বহু প্রবীণ বাংলাদেশী ৬০ তার অধিক বয়সেও কর্মে নিয়োজিত থাকেন, রুগ্ন স্বাস্থ্য এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাদের কাজ করার সামর্থ্যকে ক্রমাগত দুরুহ করে তোলে। ষাটোর্ধ ৬৪ শতাংশ পুরুষ এবং ১৩ শতাংশ নারী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছেন যা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী সকল বয়সশ্রেণির তুলনায় কম (চিত্র ১)। কর্মে নিয়োজিত আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবীণদের গড় কর্মঘণ্টা অপেক্ষাকৃত নবীনদের তুলনায় কম। প্রবীণদের কাজ না করার প্রধানতম কারণগুলো হল শারীরিক অসুস্থতা এবং অক্ষমতা, যেটা মূলত প্রবীণ বয়সে শারীরিক অক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্রকেই তুলে ধরে (চিত্র ২)। যারা প্রবীণ বয়সেও কাজ চালিয়ে যান - তারা তা করেন নিতান্তই বাধ্য হয়ে বৈ পছন্দের বশে নয়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অনানুষ্ঠানিক এবং কৃষিক্ষেত্রের মত ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকেন[1]।

চিত্র ১: নারী এবং পুরুষের বয়সভিত্তিক (১৫+) কর্মসংস্থানের স্তর

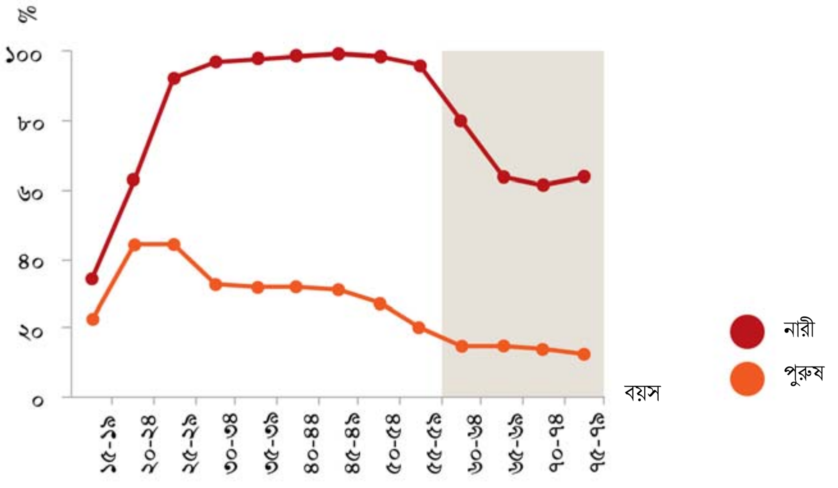

সূত্রঃ এলএফএস ২০১৩

চিত্র ২: বাংলাদেশে চরম ও মাঝারি ধরণের শারীরিক অক্ষমতার প্রাদুর্ভাব (পাঁচ বছর শ্রেণি বিভাজনে)

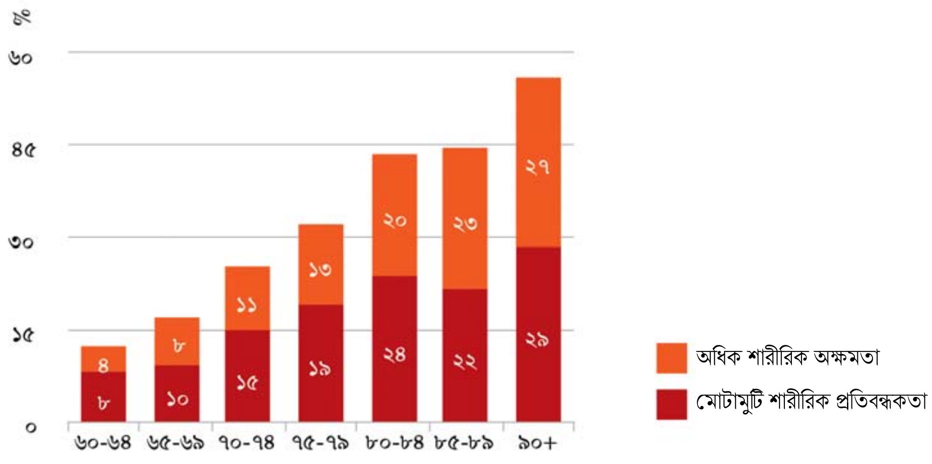

সূত্রঃ এইচআইইএস ২০১০

1 The report can be download at http://www.helpage.org/download/589dd3c47875b

ঐতিহ্যগত ভাবে বাংলাদেশে পারিবারিক সহায়তা অনেক দৃঢ়, কিন্তু পরিবার তাদের প্রবীণ পিতামাতার দেখভাল করতে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। প্রতি পাঁচজন প্রবীণ ব্যক্তির মধ্যে চারজনই (৮০ শতাংশ) তাদের সন্তানদের সঙ্গে বাস করেন, এবং মাত্র গুটিকয়েক জনের কোন সন্তানসন্ততি নেই। কিন্তু, দেশব্যাপী দারিদ্র্যের প্রকটতা এবং ঝুঁকিপূর্ণতার দরুন এইসব পরিবারের একটি বড় অংশই তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। পুরো জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মানুষই হয় দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে অথবা দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে আছে, এবং এই পরিবারগুলোকে তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হচ্ছে[2]। বিশেষ করে নারীরা এক্ষেত্রে একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়; তাদের কাজ থেকে আয় করবার সম্ভাবনা যেমনি কম, উপরন্তু বৈধব্যের দরুন তাদের সহধর্মীর উপর নির্ভর করবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ (৬৭ শতাংশ) প্রবীণ নারীই বিধবা যেখানে বিপত্নীক প্রবীণ পুরুষের সংখ্যা মাত্র ৮ শতাংশ।

নিম্ন পেনশন অন্তর্ভুক্তি এবং পর্যাপ্ততা

বাংলাদেশের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ প্রবীণ ব্যক্তি কোন পেনশন পায় না। চিত্র ৩ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মাত্র ২৭ শতাংশ ষাট বা ষাটোর্ধ প্রবীণ ব্যক্তি বয়স্ক ভাতা (OAA) লাভ করে, এবং আরও ৪ শতাংশ প্রবীণ সরকারি পেনশন ভোগ করে। এমনকি, প্রকৃতপক্ষে কভারেজ এর চেয়ে কমও হতে পারে, কারণ এটি দেখা গেছে যে অনেক বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীর বয়স তাদের বয়সের যোগ্যতার তুলনায় কম[3]। এই পেনশন কভারেজ অধিত পাঁচটি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন।

চিত্র ৩ঃ প্রবীণ ব্যক্তিদের পেনশন কভারেজ, বিভিন্ন পেনশন ভিত্তিক আয়

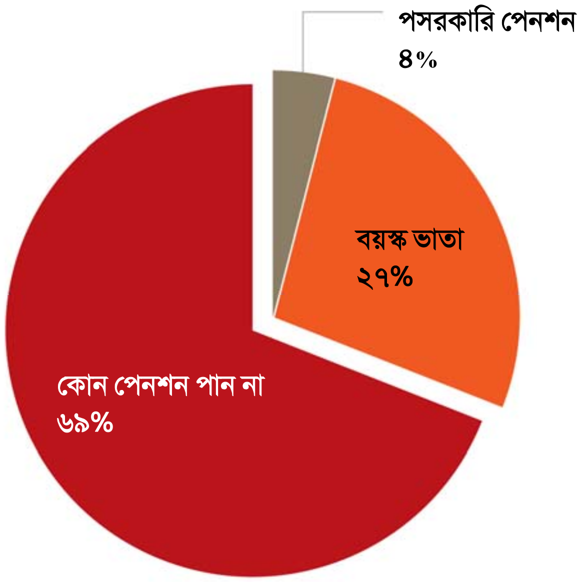

Source: Leandro Medina, "Assessing Fiscal Risks in Bangladesh" (Washington, DC, 2015); Department of Social Services, "Old Age Allowance," accessed November 11, 2016, http://www.dss.gov.bd/site/page/7314930b-3f4b-4f90-9605-886c36ff423a/Old-Age-Allowance.

বাংলাদেশের খানা আয় জরিপের তথ্য (এইচআইইএস ২০১০) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় অর্ধেক অভিপ্রেত সুবিধাভোগী বয়স্ক ভাতার আওতার বাইরে থাকেন। এই বিষয়গুলো বাংলাদেশের জন্য অনন্য নয়, এবং একই ধরনের আয়-ভিত্তিক পরিকল্পনা (means tested schemes) ফিলিপিন্স এবং তারও পূর্বে থাইল্যান্ড এটির সম্মুখিন হয়েছে। তুলনামূলকভাবে, আরও বিস্তৃত সার্বজনীন সামাজিক পেনশন নেপাল এবং থাইল্যান্ড এর চরম দরিদ্র প্রবীণদের আওতাভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে আশাতীত সফলতা পেয়েছে। এছাড়াও আরও বû প্রমাণ দেখায় যে, বিকল্প ব্যবস্থাগুলো (যেমন proxy means testing) ত্রুটি হ্রাসের ক্ষেত্রে খুব কমই ভূমিকা পালন করে[4]।

2 General Economics Division, "National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh" (Dhaka, 2015), x.

3 Strengthening Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP) Project, "A Diagnostic Study on Old Age Allowance Programme and Allowance to the Husband Deserted Destitute Women and Widows Programme" (Dhaka, 2017).

4 Bazlul Haque Khondker, Andrea Vilela, and Charles Knox-Vydmanov, "Old Age Social Protection Options for Bangladesh" (Dhaka, 2013).

বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতার পরিমাণ এই অঞ্চলের মধ্যে তথাপি বিশ্বের মাঝে অন্যতম নিম্ন, এবং এর পরিমাণ নেপালের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ২০১৩ সালের ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০১৭ সালে ৫০০ (ইউএস ডলার ৬.৪১) টাকা করাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করলেও, এই পরিমাণ মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের মাত্র ৬ শতাংশ। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য গড় ভাতার পরিমাণ মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ, এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার জন্য এটি ১৯ শতাংশ[5]। নেতিবাচকভাবেই, যদিও নেপাল বাংলাদেশের তুলনায় একটি দরিদ্রতর দেশ, বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতার পরিমাণ নেপালে প্রদেয় ইউএস ১৯.৪ ডলার (২০০০ এনপিআর) এর তুলনায় অর্ধেকেরও কম[6]।

একজন নাগরিকের পেনশনের প্রয়োজনীয়তাঃ

একজন নাগরিকের পেনশন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় সময়ের জন্য সুলভ হতে হবে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনাতে প্রবীণ ব্যক্তি যাদের বয়স ষাট (৬০) এবং তার বেশি এবং যারা দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণদের কাতারে পরে তাদের জন্য পেনশন প্রবর্তন করার প্রস্তাবনা করা হয়েছে। তথাপি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে হয়, তা মাথায় রেখে আরও সার্বজনীন পন্থা অবলম্বন করা উচিত। ২০১৩ সালের গৃহীত ব্যয় পর্যালোচনা হতে দেখা গেছে যে, ১,০০০ টাকা (২০১৩ সালের দামে হিসাবকৃত) মূল্যের একটি সার্বজনীন পেনশন জিডিপির এক শতাংশের কিছু বেশি হবে, যা সামাজিক পেনশনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে তুলনীয় অন্যান্য দেশ যেমন বলিভিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে তুলনাসম এবং এটি ব্রাজিলের মত দেশের থেকে কম[7]। একটি আয় ভিত্তিক পরিকল্পনাতে (means-tested scheme) যে পরিমাণ ব্যয় হয় তার থেকে বেশি ব্যয় না করে বাংলাদেশ আরও বেশি প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে পারে যেমন - সত্তর বা পঁচাত্তর বছর বয়স থেকে, এবং প্রগতিশীলভাবে এই যোগ্যতার বয়স ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে পারে। যদিও এই জনসংখ্যার বয়স খুব দ্রুত বাড়বে, তবুও প্রাপ্য সুবিধাগুলোর সারণী করে অথবা গড় আয়ু বাড়ার সাথে সাথে পেনশন প্রাপ্যতার বয়সের সামঞ্জস্য এনে এই ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

নাগরিক পেনশনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে অবশ্যই একটি টেকসই অবদানকারী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনাতে একটি জাতীয় সামাজিক বীমা পরিকল্পনার প্রস্তাবনা আছে যা বেসরকারি আনুষ্ঠানিক সেক্টরকে অবদানমূলক পেনশন সুবিধা দিবে। এই প্রস্তাবনায় উচ্চস্তরবিশিষ্ট সামাজিক সুরক্ষার সম্ভাবনা নিহিত আছে, তথাপি, সাবধানতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। এই গবেষণার অন্যান্য দেশ, যেমন, ফিলিপিন্স আর ভিয়েতনাম এই পেনশনের ক্ষেত্রে টেকসই সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করছে যা থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে। একটি টেকসই পেনশন ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলে তা ভবিষ্যতে সরকারী কর্মজীবী পেনশন ব্যবস্থা তৈরির সহায়ক হিসেবে কাজ করবে যা বর্তমানে জিডিপির .৫ শতাংশ (মোটামুটিভাবে যা দেশের বয়স্ক ভাতার ৫ গুণ)। একই সাথে এই বিষয়টিতেও প্রণিধান দিতে হবে যে, এই পরিকল্পনার নিরিখে ব্যয় ভবিষ্যৎ অপরাপর সামাজিক নিরপত্তার ব্যয়কে ব্যাহত করবে না।

5 Exchange rate: 1 USD = 80.9265 BDT (17/07/2016); Economic data from International Monetary Fund, “World Economic Outlook Database, April 2017,” 2017.

6 Exchange rate: 1 USD = 102.870 NPR (17/07/2016).

7 Khondker, Vilela, and Knox-Vydmanov, “Old Age Social Protection Options for Bangladesh.”

HelpAge International is a global network of organisations promoting the right of all older people to lead dignified, healthy and secure lives.

HelpAge International
Bangladesh Country Office
6th floor, (Maanco House)
116 Arjatpara, Mohakhali,
Tejgaon, Dhaka-1215 Bangladesh
Tel +88 02 55022204-05
info.bd@helpagesa.org
www.helpage.org
www.ageingasia.org

@HelpAgeAPRO
HelpAgeAPRO

Registered charity no. 288180

Copyright © HelpAge International 2017
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0